

যম ও নচকিতো

একবার এক ঋষি বজ্রশ্রব এক মহান যজ্ঞ করার সিদ্ধান্ত নেন, যাতে তিনি তার সর্বস্ব দান করবেন। নচকিতো নামে তার এক পুত্র ছিল, যে তখনও বালক ছিল কিন্তু হৃদয় ও মনরে দকি থেকে অত্যন্ত বুদ্ধিমান এবং পবিত্র ছিল। নচকিতো দেখলেন যে তার পতি দুধ দিতে অক্ষম বৃদ্ধ ও দুর্বল গরুগুলিকে দান করছেন। তিনি মনে মনে ভাবলেন যে তার পতি এই ধরণে গরু দান করে সঠিক কাজ করছেন না। তাই, তিনি তার পতির কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, "পতি, আমি শুনছি যে আপনি যে ধরণে যজ্ঞ করছেন, তাতে একজন ব্যক্তির নিজের সবকিছু ত্যাগ করতে হয়। যদি তাই হয়, তাহলে আপনি আমাকে কাকে দেবেন?" যদিও বজ্রশ্রব তার পুত্রের কথা শুনছিলেন, তিনি কোনও উত্তর দেননি। কিছুক্ষণ পর, নচকিতো আবার একই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু তার বাবা চুপ করে রইলেন। তৃতীয়বারের মতো, নচকিতো আবারও প্রশ্নটিকে করলেন। বজ্রশ্রব তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করতে না পেরে তার পুত্রকে বললেন, "আমি তোমাকে মৃত্যুর দেবতা যম দেবো।" নচকিতো তার বাবার নির্দেশ অনুসরণ করে যমের রাজ্যে চলে গেলেন। তবে, তার আগমনের সময়, যম সেখানে ছিলেন না এবং নচকিতোকে ভিতরে প্রবেশ করতে সাহস করেনি। নচকিতো তিন দিন তিন রাত ধরে দরজার কাছে ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করেছিলেন এবং এক ফোঁটা জলও পান করেননি। যম যখন ফিরে আসেন এবং নচকিতোকে তার দরজায় অপেক্ষা করতে দেখেন, তখন তিনি একজন ব্রাহ্মণকে এতক্ষণ অপেক্ষা করিয়ে রাখার জন্য অনুতপ্ত হন এবং তৎক্ষণাৎ তার পরিচারকদের নচকিতোকে স্বাগত জানাতে এবং সম্মান জানাতে পবিত্র জল আনতে নির্দেশ দেন। নচকিতোকে আত্মবিশ্বাসে প্রদানের পর, যম তাকে অপেক্ষা করানোর জন্য ক্রমাপ্রার্থনা হিসেবে তিনটি বর দেন। জবাবে, নচকিতো তার প্রথম বর চান যে তার বাবা যেন তার জন্য চিন্তিত না হন এবং তার রাগ যেন কমে যায়। তিনি আরও বলেন যে যখন তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসবেন, তখন তার বাবা যেন তাকে চিন্তিত পান এবং আনন্দের সাথে তাকে স্বাগত জানাতে পারেন। "পুত্র, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হল," যম বললেন। "তোমার দ্বিতীয় বর কী?" আমি বিনীতভাবে আপনাকে অনুরোধ করছি যে আমাকে অগ্নিযজ্ঞের সঠিক রীতিনীতি শিখান," নচকিতো বললেন। যম রাজি হয়ে নচকিতোকে অগ্নিযজ্ঞের সঠিক পদ্ধতি শিখিয়ে দিলেন। এরপর যম জিজ্ঞাসা করলেন, "নচকিতো, তোমার তৃতীয় বর কী?" নচকিতো বললেন, "মৃত্যুর পরও কিস্তিই কোন জীবন আছে? কটে কটে বলে যে আছে; আবার কটে কটে বলে যে এই জীবনের সাথেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে। সত্য কী?" যম বললেন, "বাছা, জীবন-মৃত্যুর বিষয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করো না। এমনকি দেবতারাও সব বিষয়ে স্পষ্ট নন। আমাকে অন্য কিছু জিজ্ঞাসা করো, আমি তোমার সব ইচ্ছা পূরণ করব, এইটা ছাড়া।" নচকিতো জেদ ধরে বললেন, "হে যম রাজ, আমার একমাত্র ইচ্ছা জীবন ও মৃত্যুর রহস্য সম্পর্কে জানা, আর কিছু নয়।" যম নচকিতোকে জাগতিক সুখ প্রদান করার চেষ্টা করেছিলেন যাতে তিনি তৃতীয় বর প্রার্থনার পরবর্ত্তে তাঁর অনুরোধ পরবর্ত্তন করতে পারেন, কিন্তু নচকিতো জোর দিয়ে বলছিলেন যে সমস্ত জাগতিক সুখ ক্রমস্থায়ী এবং দীর্ঘস্থায়ী সুখ প্রদান করে না। নচকিতো যথেষ্ট সাহসী হয়ে বলছিলেন যে পার্থক্য সম্পদের মাধ্যমে কটে কখনও অনন্ত লাভ করতে পারে না। তাই তিনি জাগতিক সুখের জন্য সমস্ত

আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করছিলেন এবং অনন্ত লাভের আশায়, যমের কাছে এসেছিলেন। যম এমন এক তরুণ সত্য-সন্ধানীকে দেখে খুশি হয়েছিলেন যিনি ভোগের পথ ত্যাগ করে সৎপথ বছেতে নিয়েছিলেন। তারপর যম তাকে আত্মার জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন যার মাধ্যমে মানুষ তা উপলব্ধি করতে পারেন। আত্মাকে রথের অধিপতি, বিচ্যে বুদ্ধিকে সারথি এবং মনকে লাগাম, ইন্দ্রিয়গুলি জ্ঞানী ঘোড়া, স্বার্থপর আকাঙ্ক্ষাগুলি তাদরে ভ্রমণের পথ।। যখন আত্মা দহে, মন এবং ইন্দ্রিয়ের সাথে বিভ্রান্ত হয়, তখন তারা উল্লেখ করে যে সে আনন্দ উপভোগ করে এবং দুঃখ ভোগ করে। আত্মা কখনও জন্মগ্রহণ করেনি, না এটি মারা যাবে। কারণ এবং প্রভাবের বাইরে, এই আত্মা চরিত্র। যখন দহে মারা যায়, তখন আত্মা মারা যায় না। আত্মাকে দহে থেকে আলাদা করতে হবে, যা আকাঙ্ক্ষার আবাসস্থল। মৃত্যুর পরে, আত্মাই থাকে; আত্মা অমর। এসব জ্ঞান সম্পর্কে জানার পর, নচকিতো তার বাবার কাছে ফিরে আসেন।

